لا اله الا الله محمد رسول الله

পবিত্র কুরআনের আলোকে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

আহ্মদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী সফল হোক

প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

প্রকাশক :
শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান
সেক্রেটারী
তালিফ ও তাসনিফ
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪, বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

প্রণেতা :
মূল : মাওলানা জালাল উদ্দীন শাম্‌স
সাবেক ইমাম, লণ্ডন মসজিদ
অনুবাদক : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক,
সদর মুরব্বী
বংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

২য় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী-১৯৮৯ইং
পাঁচ হাজার কপি

মুদ্রণে : আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বকশী বাজার রোড,
ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم ০

পবিত্র কুরআনের আলোকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

আমি জগতে কেন আবির্ভূত হইয়াছি?

এই প্রশ্নের উত্তরে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তৎপ্রণীত পুস্তক 'আরবাঈন'-এর মধ্যে লিখিয়াছেন :

'সুতরাং এখন আমি পরম শিষ্টাচার ও বিনয়ের সহিত মহামান্য মুসলিম উলামা, খ্রীষ্টান পাদরী এবং হিন্দু পণ্ডিতগণের নিকট এই বিজ্ঞাপন পাঠাইতেছি এবং সংবাদ দিতেছি যে, চরিত্র, বিশ্বাস ও ঈমানের দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করিবার জন্য আমি জগতে প্রেরিত হইয়াছি। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা বিশিষ্ট হইয়া আসিয়াছি। এই জন্য আমি প্রতিশ্রুত মসীহ্ নামে অভিহিত হইয়াছি। কারণ আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি যেন শুধু ঐশী-নিদর্শনসমূহ ও পবিত্র শিক্ষা দ্বারা সত্যকে জগতের বুকে প্রচার করি। আমি এই কথার বিরোধী যে ধর্মের নামে তরবারি ব্যবহার করা হউক এবং ধর্মের জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানবজাতির রক্তপাত হউক। আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, যথাসম্ভব এই সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি মুসলমানগণের

মধ্য হইতে যেন উচ্ছেদ করিয়া দিই এবং তাহাদিগকে পবিত্র-চরিত্র, সহিষ্ণুতা, নম্রতা, সুবিচার এবং ন্যায়পরায়ণতার দিকে আহ্বান করি। আমি মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু এবং আর্যগণের সম্মুখে এই ঘোষণা করিতেছি যে, পৃথিবীর কেহই আমার শত্রু নহে। আমি মানবজাতিকে সেইরূপ ভালবাসি, যেরূপ এক স্নেহময়ী মাতা সন্তানকে ভালবাসে, বরং আমি উহা অপেক্ষাও বেশী ভালবাসি। আমি শুধু ঐ সমস্ত ভিত্তিহীন বিশ্বাসের শত্রু, যাহার দ্বারা সত্যের বিনাশ হয়। মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা আমার জন্য অবশ্য কর্তব্য। মিথ্যা, শির্ক, অত্যাচার এবং প্রত্যেক কদাচার ও অবিচার এবং দুশ্চরিত্রের প্রতি ঘৃণা করা হইল আমার মূলনীতি।

আমার সহানুভূতি উদ্বেলিত হইবার কারণ হইল এই যে, আমি একটি স্বর্ণের খনি আবিষ্কার করিয়াছি এবং মণিমুক্তা পূর্ণ একটি খনির সংবাদ পাইয়াছি এবং সৌভাগ্য বশতঃ আমি সেই খনি হইতে সমুজ্জ্বল অমূল্য হীরক লাভ করিয়াছি। তাঁহার মূল্য এত অধিক যে, যদি আমি আমার সমস্ত মানব ভ্রাতার মধ্যে উহার মূল্য বণ্টন করিয়া দিই, তবে তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই ঐ ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক ধনী হইয়া যাইবে, যাহার নিকট বর্তমান যুগে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী স্বর্ণ ও রৌপ্য আছে। ঐ হীরক কি? প্রকৃত খোদা এবং তাঁহাকে লাভ করা। ইহার অর্থ হইল, তাঁহাকে জানা, তাঁহার উপর সত্যিকার ঈমান আনা এবং প্রকৃত ভালবাসার সহিত তাঁহার সহিত সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁহার সান্নিধ্য হইতে সত্যিকার কল্যাণ লাভ করা। অতএব এত অধিক পরিমাণ ধন লাভ করার পর আমার অন্যায় হইবে, যদি আমি মানবজাতিকে ইহা হইতে বঞ্চিত রাখি।

তাহারা ক্ষুধার্ত হইয়া মরিবে এবং আমি সুখ ভোগ করিব, ইহা আমার দ্বারা কখনও হইবে না। তাহাদের অভাব অনটন ও দুরবস্থা দেখিয়া আমার আত্মা কাবাব হইয়া যাইতেছে। তাহাদের অজ্ঞতা ও সংকীর্ণতা দেখিয়া আমার দম বন্ধ হইয়া যাইতে চায়। আমার চরম আকাঙ্খা, যেন তাহাদের গৃহসমূহ ঐশী-উপজীবিকা ও ঐশী-ধন দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়, এবং সত্য ও বিশ্বাসের মণিমুক্তা তাহারা এত অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের আঁচল ভরিয়া যায়। ইহা জানা কথা যে, প্রত্যেক প্রাণী স্বজাতিকে ভালবাসে। এমন কি পিপীলিকা পর্যন্ত কোন প্রকার লোভ লালসায় না পড়িলে এই নিয়মের অধীন হইয়া চলে। অতএব যে ব্যক্তি মানুষেকে আল্লাহ্‌তা'লার দিকে আহ্বান করিয়া থাকে, মানুষকে তাহার সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসা কর্তব্য। আমি মানবজাতিকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসি। তাহাদের কুকর্ম, সকল প্রকার অত্যাচার, পাপাচার ও বিদ্রোহের আমি চরম বিরোধী। কিন্তু আমি কোন ব্যক্তির শত্রু নহি। এই জন্য, যে ধনাগার আমার হস্তগত হইয়াছে, যাহা যাবতীয় ঐশী-ধন ও পুরস্কারের চাবি, উহা আমি অনুরাগভরা হৃদয়ে মানবমণ্ডলীর সম্মুখে পেশ করিতেছি। আমি যে ধন লাভ করিয়াছি, উহা যে খাঁটি স্বর্ণ ও রৌপ্য, হীরা জাতীয় এবং মেকি নহে তাহা অতি সহজে বুঝিয়া লইবার উপায় এই যে, ঐ সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা ও মণিমুক্তার উপর সম্রাটের যে পাকা শীলমোহর লাগান হইয়াছে, অর্থাৎ ঐশী-সাক্ষ্য-প্রমাণ, যাহা আমার সঙ্গে বিদ্যমান আছে, তাহা অন্যের নিকট নাই। আমাকে জ্ঞাত করা হইয়াছে যে, যাবতীয় ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলাম ধর্মই সত্য। আমাকে জানান হইয়াছে যে যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র কুরআনের

সুশিক্ষাই শুদ্ধতার চূড়ান্ত সীমায় রহিয়াছে ও মানবের হস্তক্ষেপ হইতে পবিত্র। আমাকে আরও জানান হইয়াছে যে, সমস্ত রসূলের মধ্যে পূর্ণ শিক্ষাদাতা এবং স্বীয় জীবন দ্বারা মানব গুণ গরিমার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ একমাত্র আমদের প্রভু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। আমাকে খোদাতা'লার পবিত্র ও পরিষ্কার ওহী দ্বারা সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি তাঁহারই তরফ হইতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং অঙ্গীকারকৃত মাহ্দী এবং ভিতর ও বাহিরের মতভেদ সমূহের মীমাংসার জন্য সুবিচারক রূপে প্রেরিত হইয়াছি। আমার জন্য মসীহ্ এবং মাহ্দী যে দুই নাম রাখা হইয়াছে, এই দুই নাম দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাকে পূর্বেই সম্মানিত করিয়াছেন। পরে খোদাতা'লা আপন পরিষ্কার বাণী দ্বারা আমার এই নামই রাখিয়াছেন। যুগের বর্তমান অবস্থাও অনুমোদন করিতেছে যে, আমার এই নামই হউক। বস্তুতঃ আমার নামের স্বপক্ষে তিন সাক্ষী বিদ্যমান। আমার খোদা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিপতি, আমি তাঁহাকেই সাক্ষী রাখিয়া এই ঘোষণা করিতেছি যে, আমি তাঁহার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি। তিনি স্বীয় নিদর্শনসমূহ দ্বারা আমার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি ঐশী-নিদর্শনের ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিতে পারে তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী। যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের সূক্ষ্ম কথা এবং তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনায়, আমার সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারে, তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী। যদি কোন ব্যক্তি গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্যের গোপন কথা এবং ঐ সমস্ত রহস্যপূর্ণ ব্যাপারে, যাহা খোদাতা'লার অসীম ক্ষমতা দ্বারা ঘটনার পূর্বে আমার নিকট প্রকাশ হইয়া থাকে,

আমার সমকক্ষ হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, আমি খোদাতা'লার পক্ষ হইতে নহি।

এখন কোথায় ঐ সমস্ত পাদরী সাহেবরা, যাহারা এই কথা বলিয়া বেড়াইতেন যে, নাউযুবিল্লাহ্ আমাদের মহাপ্রভু মানবমণ্ডলীর গৌরবস্তম্ভ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম দ্বারা কোন ভবিষ্যদ্বাণী অথবা কোন প্রকার অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ হয় নাই। আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, জগতের বুকে পরম সিদ্ধ পুরুষ মাত্র একজন হইয়াছেন, যাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া, প্রার্থনা গৃহীত হওয়া এবং অলৌকিক ঘটনাসমূহ প্রকাশ হওয়া এত সুস্পষ্ট যে আজও এই উম্মতের খাঁটি অনুগামীদের দ্বারা এ সমস্তের প্রকাশ নদীর তরঙ্গের ন্যায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। এক ইসলাম ব্যতিরেকে ঐ ধর্ম কোথায়, এবং কোন দেশে বসবাস করে, যাহারা এই ইসলামী কল্যাণ ও নিদর্শন সমূহের প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম? যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন ধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকে, যাহার সহিত ঐশী আত্মার কোন যোগাযোগ নাই তাহা হইলে সে নিজ ঈমানকে নষ্ট করিতেছে। ধর্ম প্রকৃত পক্ষে উহাই, যাহা জীবিত, যাহার মধ্যে জীবনের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে এবং খোদার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে।

আমি শুধু এই দাবীই করিতেছি না যে, খোদার পবিত্র বাণী দ্বারা আমার উপর গায়েব অর্থাৎ গোপন বিষয় প্রকাশ হইতেছে, বরং এই কথাও বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি আত্মাকে নির্মল করিয়া এবং খোদা ও তাঁহার রসূলের সঙ্গে প্রকৃত প্রেম স্থাপিত করিয়া আমার অনুসরণ করিবে, সেও আল্লাহ্র এই কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু এই কথা স্মরণ রাখিও যে, বিদ্রোহীগণের জন্য এই দ্বার রুদ্ধ। যদি

তাহাদের জন্য এই দ্বার রুদ্ধ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে যে কেহ পারিলে ঐশী-নিদর্শনের ব্যাপারে আমার সহিত প্রতিযোগিতা করুক। তাহারা যেন স্মরণ রাখে যে, তাহারা কখনও ইহা করিতে পারিবে না। অতএব ইহা ইসলামের সত্যতা এবং আমার দাবীর সত্যতার জীবন্ত প্রমাণ।

ওয়াস্‌সালামু আলা-মানিত্তাবায়াল হুদা

নিবেদক

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌,

কাদিয়ান।

২৩শে জুলাই

১৯০০ ইশাব্দ

(আরবাঈন, ১ম খণ্ড)

بسم الله الرحمن الرحيم ٥

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم ٥

জামা'তে আহ্‌মদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সত্যতা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের প্রমাণ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিজ লিখিত একখানা বিজ্ঞাপন পেশ করিবার পর আমরা তাঁহার সত্যতা সম্বন্ধে কুরআন মজীদ হইতে একটি প্রমাণ আপনাদের খেদমতে পেশ করিতেছি। আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন :

ولو تقول علينا بعض الاقاويل ٥ لاخذنا منه
باليمين ٥ ثم لقطعنا منه الوتين ٥ فما منكم من
احد عنه حاجزين ٥

অর্থাৎ "যদি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আমাদের প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করিতেন অর্থাৎ ওহী জাল করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধৃত করিতাম, তৎপর আমরা তাহার জীবন শিরা কাটিয়া দিতাম এবং এইরূপ করিতে পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারিত না।'

(সূরা-আল্ হাক্কা আয়াত ৪৪-৪৭)

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা একটি নীতি বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেমন কোন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী ও বিদ্রোহ প্রচার-কারীগণ গ্রেপ্তার হয় এবং তাহাদিগের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়, ঠিক

তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা বাক্য আরোপ করে এবং বলিয়া বেড়ায় যে. ঐ সমস্ত কথা আল্লাহ্‌ই তাহাকে বলিয়াছেন, অথচ আল্লাহ্ তাহাকে বলেন নাই. তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে শাস্তি দেওয়া হয়! তাহাকে হত্যা ও সমূলে উচ্ছেদ করিয়া বিনাশ করিয়া দেওয়া হয়, যেন তাহার সেলসেলা কখনও সফলকাম হইতে না পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ক্রমাগত ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার ইলহামসমূহ জগদ্বাসীর নিকট পত্রিকা দ্বারা প্রকাশ করেন এবং এই ঘোষণা করিতে থাকেন যে. এই সমস্ত বাণী তাঁহার নিকট ওহী করা হইয়াছে। অতএব, যদি তিনি মিথ্যাবাদী হইতেন তাহা হইলে আল্লাহ্‌র উল্লিখিত বিধানমতে তিনি নিহত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহার সিলসিলা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইত এবং তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে কখনও সফলকাম হইতে পারিতেন না। যেমন আল্লাহ্-তা'লা অন্যত্র বলিতেছেন قد خاب من افترى যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বাক্য আরোপ করিয়া থাকে, সে নিশ্চয়ই অকৃতকার্য হয়। সে কখনও কৃতকার্য হইতে পারে না। কিন্তু তিনি সর্বক্ষেত্রে, সকল উদ্দেশ্যে কৃতকার্য ও সফলকাম হইয়াছেন। এ ছাড়া আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতিও প্রদান করিয়াছিলেন যে,

يعصمك الله من عنده ۶ وان لم يعصمك الناس

অর্থাৎ—যদি লোকে তোমাকে রক্ষা নাও করে. তবে আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করিবেন এবং কোন ব্যক্তি তোমাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবে না। এই ঐশী-প্রতিশ্রুতির পর, যখন তিনি তাঁহার

দাবী ঘোষণা করিলেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণের তরফ হইতে তাঁহাকে হত্যা ও ধ্বংস করিবার বহুবিধ ষড়যন্ত্র করা হইল! তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মোকদ্দমা করা হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে কুফরীর এবং তাঁহাকে হত্যা করার ফত্ওয়া দেওয়া হইল। তারপর তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য গোপন ভাবে মানুষ নিয়োজিত করা হইল। কিন্তু আল্লাহ্ তাবারকতা'লা তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

তিনি তেজস্বিনী ভাষায় দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সহিত বলিতেছেন:

"এমন রাত্রি আমার অল্পই যায় যাহাতে আমাকে এই সান্ত্বনা প্রদান করা না হয় যে, 'আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং আমার ঐশী-সৈন্যদল তোমার সঙ্গে আছে।' যদিও নির্মল-চিত্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পরে খোদাতা'লাকে সন্দর্শন করিবেন, কিন্তু আমি তাঁহার মুখমণ্ডলের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি এখনই তাঁহাকেই দেখিতেছি। জগত আমাকে চিনে না; কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তিনি আমাকে চিনেন। ইহা মানুষের ভুল এবং একান্ত দুর্ভাগ্য যে তাহারা আমার ধ্বংস কামনা করে। আমি সেই বৃক্ষ যাহাকে সত্য প্রভু স্বহস্তে রোপণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি আমাকে কর্তন করিতে চাহে, তাহার পরিণাম, ইহা ছাড়া আর কিছু নহে যে, সে কারুণ, ইহুদা আসক্রেউতি এবং আবু জেহেলের ভাগ্যের কিছু অংশ লাভ করিতে চায়!" (যামীমা, তোহ্ফায়ে গোলড়বীয়া)

ইহা কি আশ্চর্য বিষয় নয় যে, জ্ঞান ও ঐশী নৈকট্যের দাবী-দারগণ তাঁহার বিরুদ্ধে এই আওয়াজ তুলিয়াছিলেন যে, (নাউযুবিল্লাহ) তিনি মিথ্যাবাদী, অসত্য আরোপকারী এবং খোদা তাঁহার পরম শত্রু ও তিনি তাঁহাকে অদূর ভবিষ্যতে বিনাশ করিয়া দিবেন। কিন্তু

এরূপ আদৌ হইল না। যদি খোদাতা'লা আপন নিয়মের বিপরীত তাঁহাকে হত্যা এবং বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন তাহা হইলে অন্ততঃ পক্ষে তাঁহাকে যদি সফলকাম হইতে না দিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণের কিছু অশ্রু মুছিয়া যাওয়া সম্ভব হইত এবং তাঁহার সত্যতা সম্বন্ধে দ্বিধা সৃষ্টি করিবার কিছু সুযোগ হইত। কিন্তু সেই সর্বশক্তিমান তাঁহাকে শুধু ধ্বংস ও বিনাশ হইতে রক্ষা করেন নাই, বরং তাঁহাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিমান্বিত, বিজয়ী, এবং সফলকাম করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণ যে ধ্বনি তুলিয়াছিল তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইত যদি বিরুদ্ধবাদীগণের দাবী অনুযায়ী আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং তাঁহার শত্রু হইতেন।

এ কথা সত্য যে, জ্ঞান-গরিমার দাবীদারগণ তাঁহার প্রকৃত শত্রু ছিলেন। আর্য-ধর্ম্মাবলম্বী, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী এবং খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহার চরম শত্রু ছিলেন এবং যথাশক্তি তাঁহাকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ধ্বংস ও বিনাশের অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, খোদাও তাঁহার শত্রু ছিলেন। যদি খোদাও শত্রু হইতেন তাহা হইলে মানুষের শত্রুতার কোন প্রয়োজনই ছিল না। একমাত্র তাঁহার শত্রুতাই তাহাকে ধ্বংস ও বিনাশ করিবার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌ তাঁহার শত্রু ছিলেন না, বরং নিশ্চয়ই তাঁহার বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক এবং সহায়তাকারী ছিলেন সেহেতু সমস্ত বিরুদ্ধবাদীর সম্মিলিত শত্রুতাও তাঁহার কোনই ক্ষতি সাধন করিতে পারে নাই। বরং তিনি উন্নতির পর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিরুদ্ধবাদীগণ এই কথা বলিয়া বেড়াইত যে, খোদাতা'লা তাঁহার দুশমন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ

(আঃ) ইহার বিপরীত এই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্তা'লা তোমাদের বদদোয়াও গ্রহণ করিবেন না।' তিনি লিখিয়াছেন ঃ

'হে মানব জাতি! তোমরা নিশ্চিতভাবে ইহা জানিয়া রাখ, আমার সহিত ঐ হস্ত আছে যাহা শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিশ্বস্ততা বজায় রাখিবেন। যদি তোমাদের পুরুষ, তোমাদের মহিলা, তোমাদের যুবক, তোমাদের বৃদ্ধ, তোমাদের ছোট এবং তোমাদের বড় সকলে মিলিয়া আমার ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা কর, এমন কি সিজদা করিতে করিতে তোমাদের নাসিকাগুলি পর্যন্ত ঘসিয়া শেষ করিয়া ফেল এবং তোমাদের হস্ত সমূহ নিশ্চল করিয়া ফেল তবু খোদাতা'লা তোমাদের প্রার্থনা আদৌ গ্রহণ করিবেন না। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হইবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাহার কার্য শেষ করেন।"

তিনি আরও লিখিয়াছেন ঃ

"তোমরা যত খুশী ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর, যত ইচ্ছা কটুবাক্য ব্যবহার কর, দুঃখ-কষ্ট দিবার যত ষড়যন্ত্র আছে পাকাও, আমাকে সমূলে উৎপাটনের জন্য যত তদবীর ও ফন্দি আছে আঁট। ইহার পরে স্মরণ রাখিও যে, অদূর ভবিষ্যতে খোদাতা'লা তোমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন যে তাঁহার হস্তই প্রবল।" (আরবাঈন—৩য় পৃষ্ঠা)

ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, বিরুদ্ধবাদীগণের ধারণায় আল্লাহ্তা'লা তাহাদের মিত্র এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শত্রু ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্তা'লা তো তাহাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন না, বরং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে উন্নতির পর উন্নতি দান করিলেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে কল্যাণমণ্ডিত করিলেন। অথচ

হযরত আকদাস (আঃ) স্বীয় সত্যতার প্রমাণের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট এই প্রার্থনা করেন, "যদি আমি তোমার দৃষ্টিতে সত্যবাদী না হইয়া থাকি তাহা হইলে তুমি আমাকে ধ্বংস ও বিনাশ করিয়া দাও।"

তিনি তাঁহার পুস্তক হাকিকাতুল মাহ্‌দীর মধ্যে লিখিয়াছেন ঃ

"হে সর্বশক্তিমান! যমীন ও আসমানের স্থষ্টিকর্তা, হে দয়াশীল এবং করুণাময় পথপ্রদর্শক, হে অন্তর্যামী! তোমার দৃষ্টি হইতে কিছুই গোপন নাই। যদি তুমি আমাকে পাপ ও দুষ্টামিতে নিমজ্জিত দেখ, যদি তুমি আমার অন্তরকে কলুষপূর্ণ দেখ, (তবে) আমার ন্যায় দুষ্টকে তুমি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দাও। আমার ঘর-দরজার উপর অগ্নি-বৃষ্টি কর। তুমি আমার দুশমন হও এবং আমার সমস্ত বিষয়-আশয়কে নষ্ট করিয়া দাও। পক্ষান্তরে যদি তুমি আমাকে স্বীয় ভক্তদের অন্তর্গত পাও এবং তোমার সান্নিধ্যকে আমার কিবলা (গন্তব্য) পাও এবং আমার হৃদয়ের গভীর স্তরে তোমার প্রেম দেখিতে পাও যাহার রহস্য জগতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গোপনীয়, তাহা হইলে আমার সঙ্গে তুমি প্রেমেরই ব্যবহার কর এবং সেই গুপ্ত রহস্যসমূহ হইতে কিছু পরিমাণ প্রকাশ কর।"

যখন এই প্রার্থনা করা হইয়াছিল, তখনও খোদা-ভক্তগণের দৃষ্টিতে ইহার স্বরূপ এমন ছিল, যাহা কোন মিথ্যাবাদীর অন্তর হইতে বাহির হওয়া কখনও সম্ভবপর ছিল না। বর্তমানে তো এ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই, যেহেতু ইহা পূর্ণ হইয়াছে।

তিনি মিথ্যাবাদী হইলে لو تقول علينا আয়াত অনুযায়ী স্বয়ং খোদাতা'লা তাঁহাকে ধ্বংস এবং তাঁহার সিলসিলাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা যখন ইহা করিলেন না, তখন তিনি তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণকে কহিলেন যে, তাহারা তাঁহার ধ্বংসের জন্য

বদদোয়া করিয়াও পরীক্ষা করিতে পারে। তখনও খোদাতা'লা যদি তাহাদের বদদোয়াই গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধ্বংস করিয়া দিতেন কিংবা যখন তিনি নিজের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন অন্ততঃ পক্ষে সেই প্রার্থনা অনুযায়ীই তাঁহাকে ধ্বংস করিয়া দিতেন, তাহা হইলেও বলিবার কিছু থাকিত। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে ধ্বংস করিবার পরিবর্তে, তাঁহাকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন ও তাঁহাকে অলৌকিক সফলতা ও উন্নতি দান করিলেন। তাঁহাকে এক বলিষ্ঠ কার্যকরী জামা'ত দান করিলেন ও তাঁহার সম্প্রদায়কে পৃথিবীর কোণে কোণে বিস্তৃত করিয়া দিলেন, যেরূপে পূর্বেই তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পেঁছাইয়া দিব।"

যদি কোন ব্যক্তি হিংসা ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া নির্মল হৃদয়ে ও মনোযোগের সহিত তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করেন এবং অপরাপর নবীর সত্যতার জন্য কুরআনে বর্ণিত মাপকাঠি অনুযায়ী তাঁহার সত্যতাকে যাচাই করেন, তাহা হইলে তিনি অতি সহজেই তাঁহার সত্যতা অনুধাবন করিতে পারিবেন। আল্লাহ্‌র উপর তাঁহার ভরসা ও ঐশী-প্রতিশ্রুতি-সমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া আদৌ এই কল্পনা করাই যায় না যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ্‌,) এক অসত্য আরোপকারী ও মিথ্যাবাদী ছিলেন। তিনি তাঁহার দাবীর প্রথম ভাগেই লিখিয়াছেন ঃ

"এই অধম যদিও অকৃত্রিম বন্ধুগণকে লাভ করিয়া আল্লাহ্‌তা'লার অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে তথাপি আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, যদি এক ব্যক্তিও আমার সঙ্গে না থাকে এবং সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পথে চলিয়া যায়, তবুও আমি ভীত নহি।

আমি জানি খোদাতা'লা আমার সঙ্গে আছেন। যদি আমি পিষ্ট হইয়া যাই এবং পদতলে দলিত হই এবং এক অণুর চাইতেও নিকৃষ্টতর হইয়া যাই এবং চতুর্দিক হইতে দুঃখ, কটু বাক্য এবং অভিশাপ দেখি, তবু আমি জয়যুক্ত হইব। যিনি আমার সঙ্গে আছেন, তিনি ব্যতিরেকে আমাকে কেহ জানে না। আমি আদৌ নষ্ট হইব না। শত্রুর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ এবং হিংসুকদের অভিসন্ধিসমূহ নিষ্ফল হইবে। হে অজ্ঞ ও অন্ধগণ! আমার পূর্বে কি কোন সত্যবাদী ধ্বংস হইয়াছে যে আমিও ধ্বংস হইব? কোন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্তা'লা কি কখনও অপমানের সহিত বিনাশ করিয়াছেন যে, আমাকেও তিনি বিনাশ করিবেন? নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিও এবং কান পাতিয়া শোন যে, আমার আত্মা বিনাশ হইবার নহে এবং আমার প্রকৃতিতে অকৃতকার্যতার বীজ নাই। আমাকে সেই সাহস ও বিশ্বস্ততা দান করা হইয়াছে, যাহার সম্মুখে পর্বতও কিছুই নহে। আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করি না। আমি একা ছিলাম এবং একা থাকিতে আমি অসন্তুষ্ট নহি। খোদাতা'লা কি আমাকে ছাড়িয়া দিবেন? কখনও না। তিনি কি আমাকে নষ্ট করিয়া দিবেন? কখনও না। বিরুদ্ধবাদীগণ অপমানিত হইবে এবং হিংসুকগণ লজ্জিত হইবে। খোদাতা'লা স্বীয় দাসকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিজয় দিবেন। আমি তাঁহার সঙ্গে আছি এবং তিনি আমার সাঙ্গ আছেন। দুনিয়ার কোন বস্তু আমাদের এই বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারিবে না। আমি তাঁহার মাহাত্ম্য ও গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে কোন বস্তু আমার নিকটে ইহা অপেক্ষা প্রিয়তর নহে যে, তাঁহার ধর্মের মহিমা প্রকাশ হউক এবং তাঁহার গৌরব সমুজ্জ্বল হউক।"

(আনওয়ারুল ইসলাম)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ! ইতিহাস সাক্ষী যে, এক ধার্মিক ব্যক্তির নিকট দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর মধ্যে ধর্ম এবং ঈমান হইল সর্বাপেক্ষা প্রিয় যাহার জন্য সে স্বীয় আত্মা এবং ধন দৌলতকেও উৎসর্গ করিতে দ্বিধা করে না। অতএব যখন কোন ধার্মিক ব্যক্তি আপন ধর্মকে অন্যের সম্মুখে পেশ করে, তখন সে এরূপ বস্তু পেশ করে, যাহা তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। অতএব, আমিও আপনাদের সম্মুখে ঐ বস্তু পেশ করিলাম যাহা আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আমি আশা করি যে, আপনারাও আমার এই বিনীত নিবেদন, সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিবেন। কিন্তু যেহেতু সৎপথ লাভ (হেদায়াত) করার সৌভাগ্য আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য ব্যতিরেকে অসম্ভব, সুতরাং আপনারা আল্লাহ্‌তা'লার নিকট কান্নাকাটি এবং বিনয় ও মিনতি সহকারে প্রার্থনা করুন যদি এই সিলসিলা তাঁহারই তরফ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যেন তিনি আপনাকে কৃপা দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দান করেন।

এই উদ্দেশ্যে আপনারা বিগলিত চিত্তে ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিতে থাকুন এবং বিশেষভাবে নামাযের মধ্যে বার বার দোয়া করিতে থাকুন। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তা'লা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতার অনুসন্ধানে আপনাদের সাহায্য করিবেন। খোদা-তা'লা আপনাদের সাথী হউন। আমীন

খাকসার

জালাল উদ্দিন শামস্‌

সাবেক ইমাম, লণ্ডন মসজিদ

একটি ঐতিহাসিক সতর্কবাণী

"স্মরণ রাখা উচিত যে, সাধারণভাবে খোদা আমাকে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, যেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমেরিকায় ভূমিকম্প এসেছে সেরূপ ইউরোপেও আসবে এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানেও আসবে। এর মধ্যে কতকতো কেয়ামতের নমুনা-স্বরূপ হবে। এত ব্যাপক আকারে মৃত্যু হবে যে, রক্তের নদী প্রবাহিত হবে। এর থেকে পশু-পাখীও অব্যাহতি পাবে না। ভূ-পৃষ্ঠের ওপর এমন ভয়ঙ্কর ধ্বংস আসবে মানুষের সৃষ্টি অবধি এ রকম ধ্বংস আসে নি! অধিকাংশ স্থান ওলট পালট হয়ে যাবে যেন সেখানে কোন জনবসতি ছিল না। এবং এর সাথে সাথে আকাশ ও পৃথিবী থেকে ধ্বংসাত্মক বিপদাবলী আসবে। এগুলো চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে অসাধারন বলে মনে হবে। সৌর বিজ্ঞান এবং দর্শনের পুস্তকাদির কোন পৃষ্ঠায়ই এর খোঁজ পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের মধ্যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হবে যে, কি হতে চল্লো? অনেকে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং অনেকে ধ্বংস হয়ে যাবে। ঐ দিন নিকটবর্তী বরং আমি দ্বার দেশে দেখতে পাচ্ছি। দুনিয়া কেয়ামতের দৃশ্য দেখতে পাবে। কেবল ভূমিকম্পই নয় বরং আরও বহু ভয়ানক বিপদাবলী প্রকাশ পাবে—কতক আকাশ থেকে এবং কতক ভূপৃষ্ঠ থেকে। ইহা এই জন্য যে, মানব সন্তান স্বীয় খোদার ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে।"

(হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর পুস্তক হকীকাতুল ওহী, ২৫৬-২৫৭ পৃষ্ঠা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রণীত)।

আহ্‌মদীয়া জামায়াতে বয়াত গ্রহণের শর্তাবলী

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

১। এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক (খোদাতা'লার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

২। মিথ্যা, পরদারগমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও ইস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

৪। উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায় কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

৭। ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

৮। ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রব, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

৯। আল্লাহ্‌তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহমদীয়া জামায়াতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামায়াতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামায়াতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)